# কলিকাতা হাইকোর্ট

সম্মাননীয় বিচারপতিগণ :**অরিজিৎ ব্যানার্জি, কৌশিক চন্দ**

**সোমা রায় বনাম স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল**

এম এ টি নং 1137 of 2021, 25/03/2022 তারিখে **নিষ্পন্ন**

**পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন (1973-এর 41 নং আইন), (ধারা ১২(২) - প্রধানের অপসারণ-বিজ্ঞপ্তি-রাজনৈতিক আনুগত্যের কথা উল্লেখ না করা বা ভুল উল্লেখ করা বা অনুরোধকারী সদস্যদের স্বাধীন সত্তা - সামগ্রিকভাবে রিকুইজিশন নোটিশকে কলুষিত করবে।**

পঞ্চায়েতের কিছু রিকুইজিশনকারী সদস্যের রাজনৈতিক আনুগত্য বা স্বাধীন সত্তার উল্লেখ না করা বা ভুল উল্লেখ করা পুরো বিজ্ঞপ্তিটিকে আইনত দূষিত করবে না।যাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক আনুগত্য বা স্বাধীন সত্তার উল্লেখ করেননি বা ভুলভাবে উল্লেখ করেছেন, সেই রিকুইজিশনকারীদের ক্ষেত্রে এই বিজ্ঞপ্তি কলুষিত হয়ে দাঁড়াবে।এই ধরনের খেলাপি সদস্যদের পক্ষে একই উদ্দেশ্য থাকলে নোটিশটি দূষিত হবে।তবে যদি সেই রিকুইজিশনকারীদের বাদ দেওয়ার পরেও দেখা যায় যে রিকুইজিশন নোটিশে পর্যাপ্ত সংখ্যক সদস্য, অর্থাৎ বিদ্যমান সদস্যদের এক তৃতীয়াংশ ন্যূনতম তিন সদস্যের মধ্যে , স্বাক্ষর করেছেন সেক্ষেত্রে, যে সদস্যরা তাদের রাজনৈতিক আনুগত্য বা স্বাধীন সত্তার সঠিক উল্লেখ করেছেন তাদের পক্ষে নোটিশটি আইনত শুদ্ধ বলে বিবেচ্য।বর্তমান ক্ষেত্রে, ১৩ জন রিকুইজিশনকারীর মধ্যে ১১ জন সঠিকভাবে তাদের রাজনৈতিক আনুগত্য বা স্বাধীন সত্তার কথা জানিয়েছেন।যারা তা করেননি বলে কথিত এমন দুই রিকুইজিশনকারীকে বাদ দেওয়ার পরেও নোটিশটিকে বৈধভাবে অন্য ১১ জন রিকুইজিশনকারীর পক্ষে একটি শুদ্ধ নোটিশ হিসাবে বিবেচনা **করা** যেতে পারে এবং **নির্ধারিত** কর্তৃপক্ষ এই ধরনের নোটিশের ভিত্তিতে কাজ করার অধিকারী ছিল।

**উল্লেখিত মামলাঃ**

2021 সালের ডব্লিউ. পি. এ 16007, ডি/- 30/9/2001 (সম্পর্কিত)

এআইআর 2017 (এনওসি) 403 (ক্যাল।)

এ আই আর 1975 এসসি 915

**কালানুক্রমিক** অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ নং। (১)

অনুচ্ছেদ নং। (৬,১১,১৫)

অনুচ্ছেদ নং। (৬)

**আইনজীবীদের নাম**

বাদী পক্ষে সপ্তাংশু বসু, দীপঙ্কর পাল, জাহাঙ্গীর আলম, জুঁই দত্ত চক্রবর্তী, কুনাল গাঙ্গুলি প্রতিবাদীগনের পক্ষে অতরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় চ্যাটার্জি, শ্রীজিৎ বসু রায়, শাশ্বতী অধিকারী, ললিত মোহন মাহাতা, প্রশান্ত বিহারী মাহাতা।

**1. অরিজিৎ** ব্যানার্জি, বিচারপতি।- এটি 30শে সেপ্টেম্বর, 2021 তারিখের একটি রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে একটি আপিল, যার মাধ্যমে 2021 সালের ডব্লিউ. পি. এ. 16007 নিষ্পত্তি করা হয়েছিল।

2. রিট আবেদনকারী/আপিলকারী উক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হিসাবে রিট আবেদনকারীকে অপসারণের উদ্দেশ্যে একটি সভা আহ্বানের জন্য বীরনগর-2য় গ্রাম পঞ্চায়েতের 13 জন সদস্যের স্বাক্ষরিত 16ই সেপ্টেম্বর, 2021 তারিখের একটি রিকুইজিশন নোটিশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একক বিচারকের কাছে যান। এই ধরনের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে, নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ একটি বৈঠক ডেকেছিল যা 2021 সালের 1লা অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়েছিল।বিজ্ঞ একক বিচারপতির সামনে এবং আমাদের সামনেও, রিট আবেদনকারীর যুক্তি ছিল যে, নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, 1973 (সংক্ষেপে 'উক্ত আইন')-এর ধারা 12 (2) মেনে চলা হয়েছে বলে সন্তুষ্ট না হয়ে সভা আহ্বান করে ভুল করেছে। ৪, ৬, এবং ৯ নং রিকুইজিশনকারী নিবন্ধকরণ নোটিশে তারা কোন দলের সে কথা উল্লেখ করেনি যদিও আইনটি সেটাই দাবী করে। রিট আবেদনকারী যুক্তি দিয়েছিলেন যে রিকুইজিশন নোটিশটি বাতিল করা উচিত এবং তার ভিত্তিতে ডাকা বৈঠকটি বাতিল করা উচিত এবং আইনত অশুদ্ধ বলে ঘোষণা করা উচিত।

3. উভয়পক্ষের আইনজীবীদের বক্তব্য শোনার পর, বিদ্বান বিচারক বিচার্য আদেশটি জারি করেন, যার কার্যকরী অংশটি নিম্নরূপঃ

"সংশ্লিষ্ট পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের যুক্তি শোনার পর, এই আদালতের অভিমত হল যে, আদালতের হস্তক্ষেপ এইটুকুই প্রয়োজন যে, 3 জন আবেদনকারী, যাঁরা অনুরোধে তাঁরা কোন দলের সে কথা উল্লেখ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাঁদেরকে 2021 সালের 1লা অক্টোবর অনুষ্ঠিত বৈঠকে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। রিকুইজিশনের বাকি অংশটি যথাযথ হওয়ায় এবং অনুরোধ বা বৈঠকের জন্য অন্য কোনও চ্যালেঞ্জ না থাকায় আদালতের আর কোনও হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ আইনানুগ ভাবে 2021 সালের 1লা অক্টোবর নির্ধারিত বৈঠক চালিয়ে যাবে এবং উক্ত আইনের বিধান অনুযায়ী তার যৌক্তিক উপসংহারে পৌঁছাবে। প্রতিবাদী নং ৯, ১১ এবং ১৪, 1 অক্টোবর, 2021 তারিখের বৈঠকে ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকবে।পরবর্তী সমস্ত বিচারপ্রক্রিয়া আইন অনুযায়ী চলতে পারে এবং তারা পরবর্তী বৈঠকে অংশ নেওয়ার এবং তাদের ভোট দেওয়ার

অধিকারী হবে।"

**4.** 4. আমরা উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌঁসুলিদের বক্তব্য শুনেছি।

5. সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের 17 জন সদস্যের মধ্যে 13 জন সদস্য প্রধানকে অপসারণের অনুরোধে স্বাক্ষর করেন। রিট আবেদনকারী/আপিলকারীর যুক্তি হল যে রিকুইজিশনকারী নং ৪, ৬ এবং ৯ নোটিশে তাদের রাজনৈতিক আনুগত্য বা স্বাধীন সত্তার কথা উল্লেখ করেনি।রিট আবেদনকারীর মতে, এই ৩ জন আবেদনকারীর জন্য তাদের রাজনৈতিক আনুগত্য বা স্বাধীন সত্তার উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক ছিল।সেটি না করলে পুরো বিজ্ঞপ্তি/প্রস্তাবটি আইনের দৃষ্টিতে অশুদ্ধ হয়ে যায়।ফলস্বরূপ, এই ধরনের বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে গৃহীত সমস্ত পদক্ষেপ আইনের চোখে অবৈধ এবং অকার্যকর বলে বিবেচিত হবে।

6. রিট আবেদনকারী এই আদালতের একটি সমন্বিত বেঞ্চের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছেন [ফরিদা বিবি বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য, 2016 (5) সিএইচএন (সিএএল) 258: এআইআর 2017 (এনওসি) 403 (ক্যাল)] এই যুক্তির সমর্থনে যে রিকুইজিশনকারীদের রাজনৈতিক আনুগত্য বা স্বাধীন সত্তার উল্লেখ না করা প্রধানকে অপসারণের জন্য একটি বৈঠকের আহ্বানকারী নোটিশকে কলুষিত করবে এবং এই ধরনের নোটিশের ভিত্তিতে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না। রামচন্দ্র কেশব আদকে এবং অন্যান্য বনাম গোবিন্দ জ্যোতি চাভারে এবং অন্যান্য-এর ক্ষেত্রেও সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের উপরে নির্ভর করা হয়েছে (এ. আই. আর 1975 এস. সি 915) এই প্রস্তাবের সমর্থনে যে যেখানে একটি নির্দিষ্ট উপায়ে একটি নির্দিষ্ট কাজ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়, সেই কাজটি অবশ্যই সেই উপায়েই করা উচিত নচেৎ একেবারেই করা উচিত নয় এবং কর্ম সম্পাদনের অন্য কোন পদ্ধতি পুরোপুরি নিষিদ্ধ।

**7. প্রতিবাদীগন** যুক্তি দিয়েছেন যে পঞ্চায়েত আইনের 12 (2) ধারার শর্তে রিকুইজিশনকারীদের তারা কোন দলের বা তাদের নির্দল সত্তা নির্দেশ করার প্রয়োজন কেবল নির্দেশাত্মক এবং বাধ্যতামূলক নয়। এর উল্লেখ না করলে নোটিশটি কলুষিত হবে না।

8. বিজ্ঞ একক বিচারক একটি বাস্তবোচিত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন এবং রিট আবেদনকারীর দ্বারা উত্থাপিত অভিযোগে উল্লিখিত তিন রিকুইজিশনকারীকে বৈঠকে ভোট দেওয়া থেকে বিরত রাখেন। যেহেতু, এই তিনজনকে বাদ দিয়ে,

দশজন রিকুইজিশনকারী ছিলেন (পঞ্চায়েত সদস্যদের মোট সংখ্যার এক তৃতীয়াংশের বেশি), তাই বিজ্ঞ বিচারক বিচার্য প্রস্তাবের নোটিশের ভিত্তিতে সভাটি এগিয়ে নেওয়ার অনুমতি দেন।

9. প্রধানকে অপসারণের জন্য বৈঠকের আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি থেকে আমরা দেখতে পাই যে 13 জন সদস্যের মধ্যে 11 জন তাদের রাজনৈতিক দলভুক্তি বা নির্দল সত্তার কথা উল্লেখ করেছেন। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, রিকুইজিশনকারী নং। ১, ২, ৫, ১০, ১২ এবং ১৩ ইঙ্গিত জানিয়াছেন যে তারা টি. এম. সি দলভুক্ত। ৭ ও ১১ নম্বর দল বলেছেন যে তারা বিজেপির সদস্য এবং ৩, ৪ এবং ৮ নির্দল বলে জানিয়েছেন।বিতর্কটি রিকুইজিশনকারী নং ৬ এবং ৯কে নিয়ে যারা "রাজনৈতিক দলের নাম" শিরোনামে কলামে "বিজেপি ছেড়ে দিয়েছি" বলে লিখেছেন।

**10.** যে প্রশ্নটি উঠে আসছে তা হল রিকুইজিশনকারী সদস্যদের রাজনৈতিক আনুগত্য বা নির্দল সত্তার উল্লেখ না করা বা ভুল উল্লেখ করা সামগ্রিকভাবে রিকুইজিশন নোটিশকে কলুষিত করবে কিনা।

**11.** ফরিদা বিবি মামলায় (পূর্বোক্ত), যেখানে প্রধানকে অপসারণের জন্য একটি বৈঠকের আহ্বানকারী নোটিশে কোনও রিকুইজিশনকারী তাদের রাজনৈতিক দলভুক্তি বা নির্দল সত্তার কথা উল্লেখ করেননি, একটি সমন্বিত বেঞ্চ রায় দিয়েছিল যে রিকুইজিশনকারীদের রাজনৈতিক দলভুক্তি বা নির্দল সত্তার উল্লেখ করা সংবিধির অধীনে একটি বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা এবং বৈঠকের আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তি বাতিল করে দেয়।

12. আমাদের অভিমত হল যে, পঞ্চায়েতের কিছু রিকুইজিশনকারী সদস্যের রাজনৈতিক আনুগত্য বা নির্দল সত্তার উল্লেখ না করা বা ভুল উল্লেখ করা পুরো নোটিশটিকে আইনত অশুদ্ধ করবে না। রিকুইজিশনকারীদের মধ্যে যারা তাদের রাজনৈতিক আনুগত্য বা নির্দল সত্তার কথা উল্লেখ করেননি বা ভুলভাবে উল্লেখ করেছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এই বিজ্ঞপ্তি কলুষিত হয়ে দাঁড়াবে।এই ধরনের খেলাপি সদস্যদের পক্ষে একই উদ্দেশ্য থাকা পর্যন্ত নোটিশটি অশুদ্ধ হবে।তবে যদি সেই রিকুইজিশনকারীদের বাদ দেওয়ার পরেও দেখা যায় যে রিকুইজিশনের নোটিশে পর্যাপ্ত সংখ্যক অর্থাৎ বিদ্যমান সদস্যদের এক তৃতীয়াংশের মধ্যে ন্যূনতম তিন সদস্যের সদস্য স্বাক্ষর করেছেন, সেক্ষেত্রে যে সদস্যরা তাদের রাজনৈতিক আনুগত্য বা নির্দল সত্তার সঠিক উল্লেখ করেছেন তাদের পক্ষে নোটিশটি আইনত শুদ্ধ বলে বিবেচনা করা উচিত।

**13.** পঞ্চায়েতের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত প্রধান বা অন্য কোনও কর্মকর্তা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থা হারান, তা হলে তাঁদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে।

এটি কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাথমিক নীতি।1973 সালের আইনের 12 নং ধারায় এমন একটি পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে যার মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা প্রধান বা অন্য কোনও আধিকারিককে অপসারণ করতে পারেন, যার প্রতি তাঁরা যে কোনও কারণে আস্থা হারিয়েছেন।ধারা 12-এর বিধানগুলিকে অবশ্যই এমন একটি ব্যাখ্যা দিতে হবে যা কোনও গ্রাম পঞ্চায়েতে কোনও পদধারীকে অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্যের দ্বারা শুরু করা একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বজায় রাখবে।

14. বর্তমান ক্ষেত্রে বিজ্ঞ একক বিচারপতির গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আমাদের পূর্ণ অনুমোদন রয়েছে। ১৩ জনের মধ্যে ১১ জন রিকুইজিশনকারী সঠিকভাবে তাদের রাজনৈতিক আনুগত্য বা নির্দল সত্তার কথা জানিয়েছেন।এমনকি যারা সেটা জানাননি সেই দুই রিকুইজিশনকারীকে বাদ দেওয়ার পরেও নোটিশটিকে বৈধভাবে অন্যান্য ১১ জন রিকুইজিশনকারীর পক্ষে একটি শুদ্ধ নোটিশ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে এবং নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ এই ধরনের নোটিশের ভিত্তিতে কাজ করার অধিকারী ছিল। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি সংশ্লিষ্ট পদাধিকারীর -- যার অপসারণ দাবিকারীরা চেয়েছেন -- তার প্রতি কোনও পক্ষপাতিত্ব না করে এই ধরনের প্রক্রিয়াকে বানচাল করার পরিবর্তে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্যের দ্বারা শুরু করা একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে রক্ষা করবে, অবশ্যই, যদি কোনও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে, রিকুইজিশনকারীদের মধ্যে যারা তাদের রাজনৈতিক আনুগত্য বা নির্দল সত্তার কথা উল্লেখ করেনি তাদেরকে বাদ দেওয়ার পরেও দেখা যায় যে অবশিষ্টদের মধ্যে 1973 সালের আইনের 12 (2) ধারায় নির্ধারিত প্রয়োজনীয় সংখ্যা নেই, তবে নোটিশটি অবশ্যই অবৈধ বলে গণ্য করা উচিত এবং নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ তার ভিত্তিতে কাজ করতে পারে না।

15. ফরিদা বিবি মামলায় (পূর্বোক্ত), আবেদনকারীদের কেউই প্রস্তাবের নোটিশে তাদের রাজনৈতিক আনুগত্য বা নির্দল সত্তার কথা উল্লেখ করেননি। সুতরাং, নোটিশটি সম্পূর্ণরূপে অশুদ্ধ ছিল।তবে যদি এক্স সংখ্যক রিকুইজিশনকারীর মধ্যে, ওয়াই সংখ্যক তাদের রাজনৈতিক আনুগত্য বা নির্দল সত্তার কথা উল্লেখ না করে, এবং যদি এক্স-ওয়াই পঞ্চায়েত আইনের 12 (2) ধারার অধীনে একটি বৈধ সভা আহ্বানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক রিকুইজিশনকারী হয়, তবে পুরো বিজ্ঞপ্তিটি অশুদ্ধ হওয়ার কোনও কারণ

নেই।নোটিশটি এক্স-ওয়াই সংখ্যক রিকুইজিশনকারীদের পক্ষে থেকে একটি বৈধ নোটিশ হিসাবে গণ্য করা উচিত।এটি, গণতন্ত্রের মৌলিক নীতি সমুন্নত রাখার পাশাপাশি, যে পদধারীর অপসারণের জন্য এই ধরনের নোটিশ জারি করা হয়েছে, তার প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাবে না।

16. বিদায় নেবার আগে আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে নোটিশটিতে তাদের রাজনৈতিক আনুগত্য বা নির্দল সত্তার কথা উল্লেখ না করা রিকুইজিশনকারীদের বাদ দিয়ে ঠিক কাজ করলেও, বিজ্ঞ বিচারকের তাদেরকে ভোট দেওয়া থেকে বিরত করা উচিত ছিল না। এমন নয় যে বৈঠকে শুধুমাত্র রিকুইজিশনকারীদের ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।পঞ্চায়েতের সকল সদস্যের ভোট দেওয়ার অধিকার রয়েছে।অতএব, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের রিকুইজিশন নোটিশের পক্ষ হিসাবে বিবেচনা করা না গেলেও, আমাদের মতে, পঞ্চায়েতের সদস্য হিসাবে, বৈঠকে তাদের ভোটদানের অধিকার প্রয়োগ করার অধিকার ছিল।অবশ্যই, বর্তমান বিষয়টির ক্ষেত্রে নৈর্বক্তিক আগ্রহের বিষয় কারণ আমাদের বলা হয়েছে যে সভাটি যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং এমনকি এই ধরনের বৈঠকে ভোট না দিয়েও প্রধানকে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অপসারণ করা হয়েছিল।

17. উপরোক্ত বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে, অবিলম্বে পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা সাপেক্ষে আপিলের অধীনে আদেশে কোনও হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা নেই। আপিল এবং সংযুক্ত আবেদনটি ব্যর্থ এবং খারিজ হয়ে যাচ্ছে।ব্যয় সম্পর্কিত বিষয়ে কোনও আদেশ থাকছে না।

18. এই রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট কপি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার সাপেক্ষে উভয়পক্ষকে সরবরাহ করা হবে।

**আপিল খারিজ**

**DISCLAIMER**

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.